মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জুন ২০১৫ মাসের কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

প্রতিবেদনাধীন মাসের নাম: **জুন ২০১৫** প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখ: **১২ জুলাই ২০১৫**

(১) প্রশাসনিক:

ক. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ: **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**	২৪৫	১৮৯	৫৬
অধিদপ্তর/সংস্থা/সংযুক্ত অফিস: **দুর্নীতি দমন কমিশন**	১,২৬৪	৯৫৮	৩০৬
মোট	**১,৫০৯**	**১,১৪৭**	**৩৬২**

ক. ২ শূন্যপদের বিন্যাস

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন ডিসি, এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	-	১২	১০	১৮	১৬	৫৬
দুর্নীতি দমন কমিশন	-	-	৬০	২২	১০০	০৩	১৮৫*

* সুপারনিউমেরারি পদ ব্যতীত।

ক. ৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ শূন্য থাকলে তার তালিকা

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদের নাম	গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদের সংখ্যা	মোট গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদের সংখ্যা
১।	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**	-	-	-
২।	**দুর্নীতি দমন কমিশন**	-	-	-

ক. ৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	প্রতিবেদনাধীন মাসে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-
দুর্নীতি দমন কমিশন	-	-	-	-	-	-	-

ক.৫ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।

খ. ১ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে-বিদেশে)

	মন্ত্রী		প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী		মন্ত্রিপরিষদ সচিব		মন্তব্য
	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে	
ভ্রমণ/পরিদর্শন (দিন)	-	-	-	-	১৪ জুন ২০১৫ তারিখে 'Rules of Business and Submission of Summaries to the Cabinet' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদানের জন্য বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা গমন করেন।	-	
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন (দিন)	-	-	-	-	-	-	
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ (দিন)	-	-	-	-	-	-	

খ.২ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়।

(২) আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

(৩) অর্থনৈতিক (কেবল অর্থ বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

ক. উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রকল্পের নাম:

প্রকল্পের নাম	বর্তমান অর্থ-বছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়) ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে থাকলে তার তালিকা	প্রতিবেদনাধীন মাসে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
Improving Public Administration and Service Delivery through E-Solution: Improving GRS (Output-3)	০.৮৭	০.৫০৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ের শতকরা হার ৫৮%	-	-	'National Integrity Strategy (NIS) Support Project' শীর্ষক একটি প্রকল্প ২২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।

খ. প্রকল্পের অবস্থা সংক্রান্ত

প্রতিবেদনাধীন মাসে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন মাসে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন মাসে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো	আগামী দু'মাসের মধ্যে উদ্বোধন করা হবে এমন সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা
-	-	-	-

(৫) উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পূরণ করতে হবে): প্রযোজ্য নয়।

(৬) প্রধান প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ/লোকসান: প্রযোজ্য নয়।

(৭) অডিট আপত্তি

ক. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের	মন্তব্য
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০৭ টি	০.২৩	০০	০০	০৭ টি	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৭টি অডিট আপত্তি সংক্রান্ত একটি মামলা (মামলা নম্বর ৭/২০০০) রয়েছে, যা ঢাকার চতুর্থ সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন আছে।
বিলুপ্ত বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ড ও বিলুপ্ত উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল উন্নয়ন বোর্ড	১৭টি	২৮৩.১৫	০০	০০	১৭টি	ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশন	০৪টি	৭০০.০০	০৪	-	০৪টি	-
মোট	**২৮টি**	**৯৮৩.৩৮**	**০৪**	**০০**	**২৮টি**	-

খ. অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে-সব কেইসের তালিকা: নেই।

(৮) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলা (প্রতিবেদনাধীন মাসের ১ তারিখে)	প্রতিবেদনাধীন মাসে শুরু হওয়া মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন মাসে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা			অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	বর্তমান অর্থ-বছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
		চাকরিচ্যুতি/বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-২	-	-	-	-	০২	-
দুর্নীতি দমন কমিশন-১৩	-	-	-	-	১৩	০৪

*** প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে/প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলার সকল নথি এ বিভাগের আইন কোষে স্থানান্তর করা হয়।**

(৯) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ক. প্রতিবেদনাধীন মাসে সমাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

মন্ত্রণালয়/সংস্থা	ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সির নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১	Country-Specific Training Programme on 'Governance/Corruption Prevention-Bangladesh 2015' স্থান: জাপান	০৪-১৩ জুন ২০১৫	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	**চার জন** সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) দুই জন অতিরিক্ত সচিব এক জন উপসচিব
	২	ভারত সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের Performance Management Division-এ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংযুক্তি স্থান: ভারত	২৩-২৭ জুন ২০১৫	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	**সাত জন** এক জন অতিরিক্ত সচিব এক জন যুগ্মসচিব এক জন উপসচিব তিন জন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর একান্ত সচিব
	৩	8th Policy, Planning & Management Course স্থান: বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।	১৪-২৫ জুন ২০১৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	**এক জন** অতিরিক্ত সচিব
	৪	৯৮তম এসিএডি প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে স্টাডি ভিজিটে অংশগ্রহণ স্থান: মালয়েশিয়া	২৫ মে-০৪ জুন ২০১৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	**এক জন** উপসচিব
	৫	৯৯তম এসিএডি প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে স্টাডি ভিজিটে অংশগ্রহণ স্থান: মালয়েশিয়া	০৫-১৪ জুন ২০১৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	**এক জন** উপসচিব
	৬	Professional Development Program-এ অংশগ্রহণ	০৪ মে-০২ জুন ২০১৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	**দুই জন** উপসচিব
দুর্নীতি দমন কমিশন	৭	Country-Specific Training Programme on 'Governance/Corruption Prevention-Bangladesh 2015' স্থান: জাপান	০৪-১৩ জুন ২০১৫	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	**এক জন** মহাপরিচালক
	৮	ভূমিব্যবস্থাপনা	০২-০৯ জুন ২০১৫	দুর্নীতি দমন কমিশন	**৮০ জন**

খ. মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে কোন ইন্-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়।

গ. প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।

ঘ. মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না: হ্যাঁ আছে; কোন অসুবিধা নেই।

ঙ. প্রতিবেদনাধীন মাসে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: ষোল জন।

(১০) **উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/সমস্যা-সঙ্কট:**

ক. প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা: নেই।

খ. প্রতিবেদনাধীন মাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

(১) মন্ত্রিসভার পাঁচটি, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির একটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির দুইটি, প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির দুইটি এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত দুইটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি সফরে ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/১২ জুন ২০১৫ তারিখ শুক্রবার ০৯.৪৫ ঘটিকায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি-০০১ ভিভিআইপি ফ্লাইট যোগে লন্ডন, যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্থানকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩) ৬ জুন ২০১৫ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সফর ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও ফলপ্রসূ। ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি সংক্রান্ত দলিল বিনিময় হয়। এর ফলে সাত দশকের সীমান্ত ও ছিটমহল সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে। এ ছাড়া সড়ক, উপকূলীয় নৌ-পরিবহন, নিরাপত্তা, ব্লু-ইকোনমি, টেলিযোগাযোগ এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আটটি চুক্তি, ১১টি সমঝোতা স্মারক ও একটি কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম স্বাক্ষরিত, একটি ঘোষণা গৃহীত এবং একটি সম্মতিপত্র হস্তান্তরিত হয়েছে। এই অর্জন দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুরক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।
দায়িত্ব গ্রহণের পর হতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের পথ ধরে দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান সীমান্ত ও ছিটমহল সংক্রান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফরের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার এই নিরন্তর প্রয়াস অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এটি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের জন্য এক বিশাল প্রাপ্তি। বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতা, গতিশীল নেতৃত্ব ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার এবং দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতির ফলেই এই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সকল বিষয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধান ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির মূল দর্শন। 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' - বঙ্গবন্ধুর এই মহান নীতির সফল বাস্তবায়ন করেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের ফলে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুই দেশের পররাষ্ট্রনীতির সাদৃশ্য কেবল বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই সুদৃঢ় করবে না, এটি আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনেও অবদান রাখবে। অপর দুই প্রতিবেশী নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি এবং যাত্রী ও পণ্যের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নিষ্ঠার সঙ্গে ও সুচারুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৮ জুন ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়; এ সংক্রান্ত গত ১১ জুন ২০১৫ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪২১. ৮৪.০৪৩.১৫.১৪৪ নম্বর প্রজ্ঞাপন সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(৪) ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি, কার্যবিবরণী ও সার-সংক্ষেপসমূহের মোট ২৯ খন্ড রেকর্ড ১০ জুন ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় থেকে বই আকারে বাঁধাই করে আনা হয়।

(৫) সমরপুস্তক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির ৩৯তম সভা ১৭ জুন ২০১৫ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

(৬) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত মে দ্বিতীয় পক্ষ এবং জুন প্রথম পক্ষের পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত দুইটি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৭) ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারগণের মাসিক সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৮) বিদেশি দূতাবাস/মিশন এবং বিদেশি সাহায্যসংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সচিবগণের যোগদানের অনুমতি সংক্রান্ত ছয়টি পত্র জারি করা হয়।

(৯) ০২ জুন ২০১৫ তারিখে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৬ নম্বর কার্যপরিধি পরিমার্জনপূর্বক প্রতিস্থাপন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(১০) কুমিল্লা জেলার স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১) পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ও আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্জনের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন পত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১২) চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার রেল ব্রিজ ভেঙ্গে তেলবাহী বগি খালে পড়ে যাওয়া সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৩) দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন মামলায় চার্জশিটভুক্ত ১১৩ জন, বিজ্ঞ আদালতে এফ.আর.টি গৃহীত হওয়ায় ০৭ জন, নথিভুক্তি ৭৪ জন, তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় ২২ জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিষয়ে অবগত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ০২ জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্মারকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(১৪) বিভিন্ন আইনে ০৯ জন কর্মকর্তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর ক্ষমতা এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা/ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

(১৫) বিভিন্ন দেশের High Commissioner, Ambassador ও দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন জেলা সফর করেন। সফরকালে তাঁদেরকে উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(১৬) নেদারল্যান্ডস-এর মাননীয় মন্ত্রী Ms. Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister for Infrastructure and Environment এবং তাঁর সফরসঙ্গীগণের ১৮ জুন ২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হয়।

(১৭) জনাব মো: আনোয়ার হোসেন যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ০৭ মে ২০১৫ তারিখে কুমিল্লা জেলা পরিদর্শন; জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ সাতক্ষীরা জেলা পরিদর্শন; জনাব মো: আব্দুল বারিক, যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ০৬ মে ২০১৫ তারিখ যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলা এবং ০৭ মে ২০১৫ তারিখ যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত মন্তব্য/সুপারিশের ওপর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র দেওয়া হয়।

(১৮) প্রতিবেদনাধীন মাসে মাঠ প্রশাসনে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৮ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পূর্বে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে ৯ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় নথিজাত করার জন্য এবং ০১ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়।

(১৯) ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারগণের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২০) ০৮-১০ জুলাই ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি ১৫৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে জুন ২০১৫ মাস পর্যন্ত মোট ১৫৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত/নিষ্পন্ন হয়, যার শতকরা হার ৯৮.৭৩ শতাংশ।

(২১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আয়োজিত 'মানবপাচার প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন: সংশ্লিষ্টদের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২২) বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বর্ডার হাট স্থাপনের বিষয়ে স্বাক্ষরিতব্য সমঝোতা স্মারকের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম/সুনামগঞ্জ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৩) পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে উপস্থাপিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৪) সিলেট বিভাগের অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় আনার জন্য কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক কোর কমিটি গঠনের জন্য সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

(২৫) বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থল সীমানা চুক্তি, ১৯৭৪ এবং এর আওতায় ২০১১ সালে প্রণীত প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড় ও নীলফামারী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৬) পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসাবে পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৭) পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি, মজুদ, সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি ও মূল্যবৃদ্ধির কারসাজির তথ্য এবং এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(২৮) Grievance Redress System-GRS বিষয়ক দুই দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ (প্রথম ব্যাচ) প্রদান করা হয়।

(২৯) ২২ জুন ২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের জনবল কাঠামো পর্যালোচনান্তে পুনর্বিন্যাস ও সংশোধনের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।
(৩০) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৩১) ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৩২) ২২ জুন ২০১৫ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটির প্রধানগণের অংশগ্রহণে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৩৩) ২৩ জুন ২০১৫ তারিখে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৩৪) ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করা হয়।

গ. আগামী দুই (জুলাই-আগস্ট) মাসে সম্পাদিতব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা:

(১) মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠান।

(২) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান।

(৩) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠান।

(৪) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

(৫) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

(৬) সমরপুস্তক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি।

(৭) ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের দলিলাদির সংরক্ষণের মেয়াদ ২৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় তা জাতীয় আরকাইভস-এ হস্তান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম।

(৮) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০১৫) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন।

(৯) 'Social Security Policy Support (SSPS) Programme' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম।

(১০) প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর ১১০তম সভা অনুষ্ঠান।

(১১) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৭৬তম সভা অনুষ্ঠান।

(১২) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন।

(মো: আবদুল্লাহ হারুন)
উপসচিব (সংযুক্ত)
ফোন: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd